পুঁথি

নবম সংখ্যা, নবম বর্ষ
২৮ বৈশাখ, ১৪৩৩ সন

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয়; বিজনী

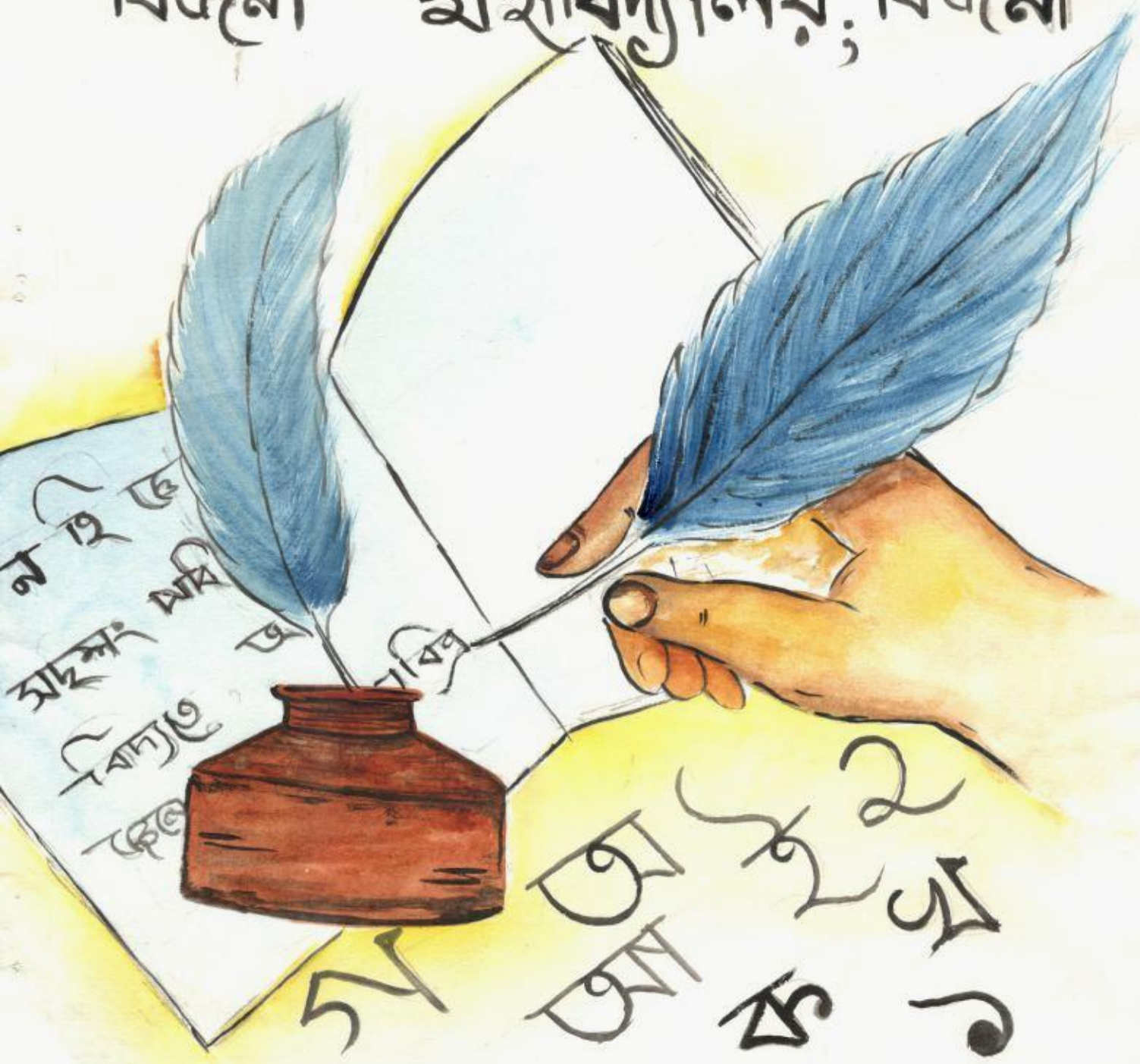

বাংলা বিভাগের তরফ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি" 2016 সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। এই বছরও বিজয়ী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা "পুঁথি" নবম সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

আজকের কম্পিউটারের যুগেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই শুভ কামনায় ——

ড° ঊর্মিলা পোদ্দার
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকল্পের নেপথ্যে

উপদেষ্টা — ড° ঊর্মিলা পোদ্দার।

— সুদীপা বসাক।

— সপ্তর্ষি সাহা।

সম্পাদক — সাগর দাস।

অক্ষর বিন্যাস — জয়শ্রী তরফদার।

প্রচ্ছদ — শুভ চক্রবর্তী।

সদস্য — শুভ চক্রবর্তী, জয়শ্রী তরফদার, অর্পিতা সামন্ত, বিনীতা দাস, উজ্জ্বল আর্য্য, মিঠু ঘোষ, রিঙ্কু নমঃ দাস।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের মাঝে মাঝে বিভিন্ন কার্য-কলাপের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ যেন পাওয়া যায় হাতে লেখা পুঁথিটির মাধ্যমে। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুস্থ সমাজ গঠন এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথিটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

সূচীপত্র

১/ আমার মা — রাজীব সাহা — ০১

2/ ছাত্র — দেবা সাহা — 02

৩/ নীরব বিকেলের কথা – অর্পিতা সাহা — ০৩

৪/ ছবির অ্যালবাম — জয়শ্রী তরফদার — ০৪

৫/ প্রিয় ঠাকুমা — লব মজুমদার — ০৫

৬/ সোনার গ্রাম — অন্তরা রায় — ০৬

৭/ ছাতা — অর্পিতা সমন্ত — ০৭

৮/ অপূর্ণ স্বপ্ন — লক্ষ্মীরানী পাল — ০৮

৯/ বারো মাসে তেরো পার্বন — সাথী মজুমদার — ০৯

১০/ বই — রিয়া সাহা — ১০

১১/ প্রকৃতি — অর্পিতা সাহা — ১১

১২/ আমাদের দেখাও হয় না, কথাও হয় না — মিষ্টু ঘোষ — ১২

১৩/ মা কামাখ্যা — শুভ চক্রবর্তী — ১৩

১৪/ সেলাই মেশিন — সীমা সাহা — ১৪

১৫/ মোমবাতি — বিনীতা দাস — ১৫

১৬/ সোনালি নবান্ন — তানিসা রায় — ১৬

১৭/ রূপ — রিঙ্কু নমঃদাস — ১৭

১৮/ কলেজের স্মৃতি — সোনিয়া মিত্র — ১৮

১৯/ কতদিন হইলো তাহারে দুই নয়নে দেখি নাই — উজ্জ্বল আর্য্য — ১৯

আমার মা

মা আমার জীবনে সবচেয়ে মধুর নাম,
মায়া আর ভালোবাসায় ভরা তারই ধাম।
ছোটোবেলা থেকে মা রাখে বুকে জড়িয়ে,
দুঃখ এলে সান্ত্বনা দেয় মাথায় হাত দিয়ে।
সকালে উঠি মা, ডাকে স্নেহভরা স্বরে,
তার হাসিতে আলো নামে আমাদের ঘরে।
মায়ের হাসি সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলো,
তার মুখ দেখলেই মন হয়ে যায় ভালো।
মায়ের স্নেহ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দান,
তাই তো মায়ের চেয়ে আপন নেই আর আন।

— রাজীব সাহা
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

ছাত্র

বইয়ের পাতায় স্বপ্ন লেখে,
জ্ঞান আলোয় পথ দেখে।
পরিশ্রমে গড়ে আগামীর কাল,
ছাত্রই দেশের উজ্জ্বল সকাল।
ইচ্ছা আর সাধনাতে,
সফলতা আসে ঠিক হাতে।
শিক্ষায় গড়ে মানুষ জাত,
ছাত্রই দেশের আসল সম্পদ সত্য কথা।

— দেবা সাহা
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

নীরব বিকেলের কথা

নীরব বিকেল বোদ্দুর নামে ধীরে,
আভার ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন ঝরে পড়ে।
হাওয়ার সুরে সুরে পুরোনো গান,
মনের ভেতর জাগায় অচেনা টান।
পথের ধুলোয় লেখা কত না কথা,
চোখে জমে থাকে সময়ের ব্যথা।
তবু আশার প্রদীপ জ্বলে নিঃশব্দে,
আগামী দিনের আলো আসে হৃদয়ে।

— অর্পিতা সাহা
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

চাবির স্পর্শ

ছোট্ট একটা চাবির ছোঁয়ায়
খুলে গেল মন,
যে কথা ছিল চুপ করে
জেগে উঠল তখন।
তালা ভাঙেনি, তবু খুলল
অদ্ভুত একভাবে,
ভালোবাসা বুঝি এমনই
নীরবতার ভাঁজে।

— জয়শ্রী তরফদার
(দ্বিতীয় ষান্মাসিক)

প্রিয় ঠাকুমা

মনের কথা বলতে গেলে
প্রিয় ঠাকুমাকে চাই,
ছেলেবেলাকার গল্প কল্পনা
মনে পড়ে যায়।
তোমার কথা ভেবে যখন
দুনিয়া খুঁজে বেড়াই
তখন আমি দুনিয়াটিকে
একাই খুঁজে পাই।
মনের কথা বুঝে যাওয়া
একাই ছিলে তুমি
কার কাছে আমার মনের
সেই কথাগুলো বলি।

— লব মজুমদার
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

সোনার গ্রাম

সবুজ মাঠের বুকে দোলে সোনালি ধান,
নীল আকাশের নিচে হাসে শান্ত প্রাণ।
কাঁচা পথের ধুলায় মেশে শৈশবের হাসা,
পাখির ডাকে ভোর হলে জাগে মনে আসা।
পুকুর জলে শাপলা ফোটে, পাখির মধুর গান,
সরল মানুষের ভালোবাসায় ভরা আমার গ্রাম।
গরুর গাড়ি ধীরে চলে কাঁচা মাটির পথে,
গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, লুকিয়ে আছে তাতে।
সন্ধ্যা হলে জোনাকিরা জ্বলে ছোট আলো,
গ্রামের নীরব রাত, লাগে কতই ভালো।
সরল মানুষের হাসি ভরা ভালোবাসার দাম,
তাই তো সবাই ভালোবাসে আমার এই গ্রাম।

– অন্তরা রায়
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

ছাতা

হাওয়া বয়ে বৃষ্টি নামে,
ছাতা থাকে হাতে
ভিজতে দেই না স্বপ্নগুলো,
লুকিয়ে তার মাঝে।
বন্ধুর মতো পাশে থাকে,
চুপচাপ সারাক্ষণ,
ছোট্ট ছাতা শেখায় আমায়
ভালোবেসে বাঁচন।

– অর্পিতা সামন্ত
(দ্বিতীয় ষান্মাসিক)

অপূর্ণ স্বপ্ন

নীরব রাতের আকাশে
চাঁদটা আজও জাগে,
মনের ভেতর লুকানো কথা
কেউ কি আর বুঝে?
হাজার মানুষের ভিড়ে থেকেও
মনটা থাকে একা,
অজানা কিছু কষ্ট এসে
চুপচাপ বসে থাকে একা।
স্বপ্নগুলো ছিল অনেক,
রঙিন ছিল পথ,
সময়ের সাথে হারিয়ে গেল
কত না আশা রথ।
তবুও আমি থাকবো না আর,
হাঁটবো নিজের পথে,
অন্ধকারের মাঝেই একদিন
আলো আসবে সাথে।
কারণ জানি জীবনের গান
শেষ হয় না হেরে,
কষ্ট পেরিয়ে সুখের সকাল
একদিন আসবে ফিরে।

— লক্ষ্মীরানী পাল
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

বারো মাসে তেরো পার্বণ

বৈশাখ আসে নব আলোয়, হালখাতার গান,
পুরোনো দুঃখ মুছে ফেলে নতুন দিনের টান।
জ্যৈষ্ঠে খরা, ঝড়ের ডাকে কাঁপে মাঠ ও বন,
আষাঢ় নামে বরষায় ভেজে সবুজে জীবন।
শ্রাবণে রাখী বাঁধে বোন, ভালোবাসার ডোর,
ভাদ্রে কৃষ্ণ জন্ম নেন, বাজে ভক্তির সুর।
আশ্বিনে মা দুর্গা আসেন কৈলাস হতে ধীরে,
ঢাকের তালে নাচে মন, আনন্দ ভরে ঘিরে।
কার্তিকে দীপের আলো, কালীপুজোর রাত,
অঘ্রানে নবান্ন হাসে, ভরে চাষির হাত।
পৌষে পিঠে-পুলির গন্ধ, শীতের মিঠে রোদ,
মাঘে বিদ্যার দেবী আসেন, জাগে শেখার বোধ।
ফাল্গুনে দোলের রঙে বসন্ত গায় গান,
চৈত্রে চড়ক-গাজনে শেষ উৎসবের টান।
বারো মাসে তেরো পার্বণ — বাঙালির পরিচয়,
উৎসবেতে বাঁচে বাংলা, উৎসবেই তার জয়।

— মাম্পি মজুমদার
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

বই

বই হলো জ্ঞানের আলো,
নতুন পথের দিশা।
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে থাকে
হাজার স্বপ্নের দিশা।

কখনো গল্প, কখনো কবিতা,
কখনো ইতিহাসের কথা.
বই খুললেই মনে হয় যেন,
খুলে গেল নতুন ব্যথা-ব্যথা।

বই শেখায় ভালো হতে,
বই দেয় নতুন জ্ঞান
বন্ধুর মতো পাশে থাকে
সারা জীবন- অবিরাম।

তাই বইকে ভালোবাসি,
পড়ি মন দিয়া সব সময়,
বইয়ের মাঝে লুকিয়ে আছে
সুন্দর ভবিষ্যতের জয়।

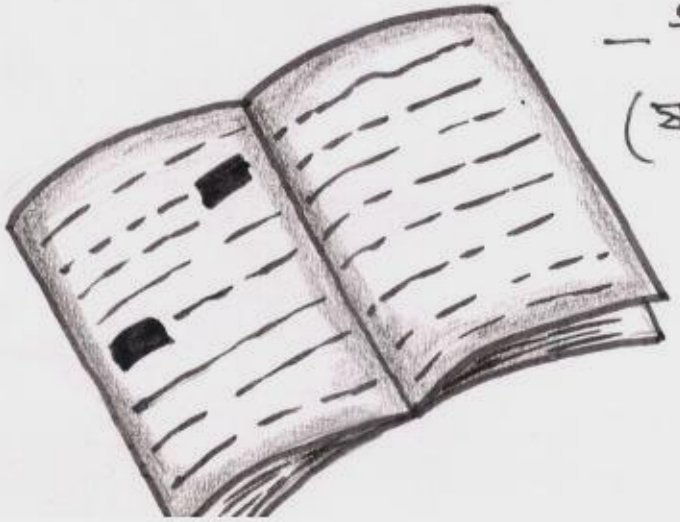

— রিয়া সাহা
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

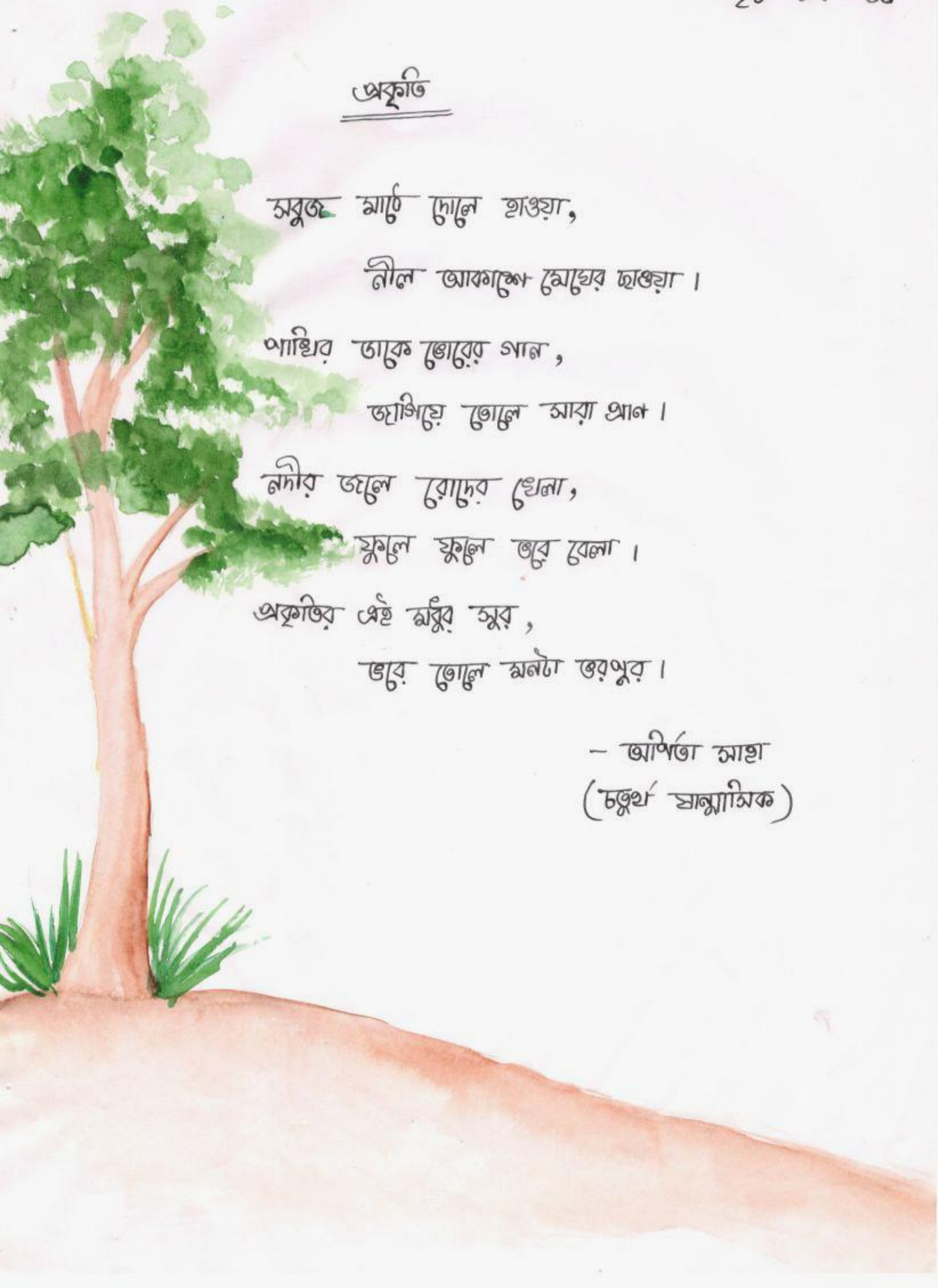

প্রকৃতি

সবুজ মাঠে দোলে হাওয়া,
নীল আকাশে মেঘের ছাওয়া।
পাখির ডাকে ভোরের গান,
জাগিয়ে তোলে সারা প্রাণ।
নদীর জলে রোদের খেলা,
ফুলে ফুলে ভরে বেলা।
প্রকৃতির এই মধুর সুর,
ভরে তোলে মনটা ভরপুর।

– অর্পিতা সাহা
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

আমাদের দেখা হয় না, কথা হয় না

আমাদের দেখা হয়—
হঠাত্ করেই, কোনো অচেনা বিকেলে,
চোখে চোখ পড়ে,
আর হৃদয়টা যেন কাঁপে নিঃশব্দে।
তুমি কিছু বলো না, আমিও না,
শব্দগুলো যেন হারিয়ে গেছে কোথাও
শুধু দৃষ্টি বিনিময়ে
হাজার প্রশ্ন, হাজার উত্তর রয়ে যায় অগোচরে।
একটা সময় ছিল —
তোমার কথা না শুনলে ঘুম আসত না,
আজ তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি,
তবু একটা শব্দও বেরোয় না মুখ থেকে।

— মিষ্টু ঘোষ
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

মা কামাখ্যা

পর্বত শিখরে মা তুমি শক্তির আবাস
রক্তিম লাল রঙে দেহে রক্তের বাস।
রহস্যময় পিঠস্থান শক্তির মহাস্রোতা,
নারীর গর্ভে তুমি জন্মের পালন মাতা।

শুভ্র চক্রবর্তী
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

সেলাই মেশিন

ঘুরে ঘুরে চাকার গানে,
সেলাই মেশিন কাজের প্রাণ।
সুতো দিয়ে স্বপ্ন বোনে,
হাসি ফোটায় ক্ষুদ্র ক্ষণে।
ছেড়া কাঁপড় জোড়া লাগে,
নতুন রূপে মনটা জাগে।
দুঃখ কষ্ট মুছে দিয়ে,
হাসি আনে ঘরে ঘরে।
পরিশ্রমের সাথী হয়ে,
দিন কাটে তার কাজে ভরে।
ছোট্ট হলেও শক্তি বড়,
অমূল্য যেন সবার ঘর।
সেলাই মেশিন শেখায় আমায় -
কাজ করলেই সুখ যে পায়।

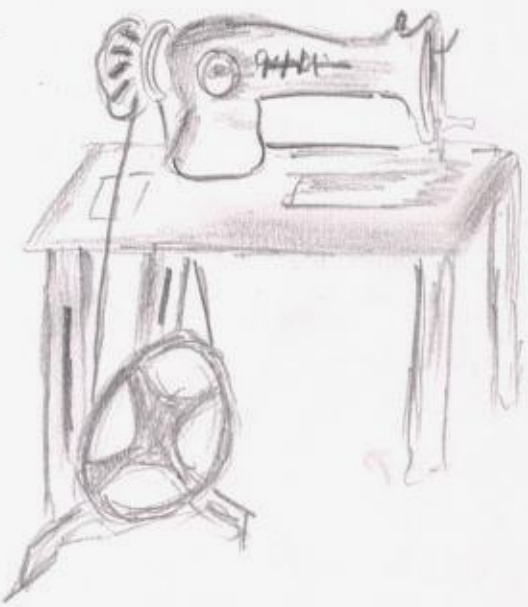

— সীমা সাহা
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

মোমবাতি

ঝড়ের মাঝে জ্বলে থাকে,
মোমবাতির আলো,
অল্প হলেও সাহস দেয়,
ভয় দূর করে ভালো।
ধীরে ধীরে গলে গিয়ে,
শেষ হয় তার প্রাণ,
তবু রেখে যায় সে শুধু,
আলোরই দান।

– বিনীতা দাস
(দ্বিতীয় ষান্মাসিক)

সোনালি নবান্ন

নতুন ধানের গন্ধে ভরে ওঠে বাংলার ঘর,
নবান্ন এলে হাসি নামে মাঠে-ঘাটে নিরন্তর।
সোনালি শিষে দোলে হাওয়া আনন্দেরই সুরে,
কৃষকের মুখে সুখের আলো নতুন দিনের নূরে।
পিঠা-পায়েসের মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে,
আনন্দমেলা বসে তখন আপন সুখের নামে।
ঢাকের তালে, গানের সুরে উৎসব জাগে প্রাণে,
বাংলার মাটি নব আনন্দে ভরে ওঠে টানে।
নবান্ন শুধু ফসল নয়, জীবনেরই গান,
বাঙালির এই ঐতিহ্যে জাগে হৃদয়-অভিমান।

— তানিসা রায়
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

রূপ

চোখে তার নীরব আলো,
মুখে মধুর হাসি,
রূপ যেন ভোরের শিশির,
শুদ্ধ, পবিত্র, খাঁটি।
রঙে নয়, ঢঙে নয়,
রূপ থাকে মনেই,
ভালোবাসা আর মানবতায়
সেই রূপ সত্য দ্যুতি ছড়ায়।

— রিকু নমঃ দাস।
(চতুর্থ ষান্মাসিক)

কলেজের স্মৃতি

কলেজের প্রথম দিন – স্বপ্নে ভরা চোখ,
অচেনা পথে পা, তবু নতুন রঙের ঝোঁক।
চোখভরা আশা, বুকভরা আলো,
ভেবতাম – এই পথের রঙিন হবে জীবনের আলো।
নতুন মুখগুলো ধীরে হলো আপন,
হাসি-আড্ডায় কেটে গেল কত ক্ষণ।
অজান্তেই গেঁথে গেল মনের গভীর স্থান,
প্রতিটা দিন ছিল যেন রঙিন সুরের বীণ।
কখন যে সময় উড়ে গেল বুঝিনি মোটে,
আজ দাঁড়িয়ে আছি শেষ বিদায়ের পথে।
হাসির আড়ালে লুকায় অশ্রুর ব্যথা,
মনে রয়ে যাবে চিরদিন – কলেজের কথা।

— সোনিয়া মিত্র
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)

কতদিন হইল তাহারে দুই নয়নে দেখি নাই

কতদিন হইল তাহারে দুই নয়নে দেখি নাই
অন্তর আমার আজি তাহারেই খুঁজিয়া বেড়ায়।
আমি তাহারে দুই নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাই,
নিভৃত প্রাণের সমস্ত ভাষা তাহারেই বলিতে চাই।
তাহার আঁখিপাতে আমি ডুবিয়া যাইতে চাই,
স্বপ্নের আসরে ভাসিয়া চিরদিন রহিতে চাই।
তাহার কোমল করধরিয়া পথ চলিতে চাই,
নিশীথের নীরব প্রহরে পাশে বসিয়া রহিতে চাই।
এই নির্জন ভোরে তাহার সনে হাঁটিতে চাই,
রক্তিম সূর্যের উদয় একত্রে দেখিতে চাই।
তাহার শুভ্র কপালে আলতো চুম্বন রাখিতে চাই,
নীরব ভালোবাসা তাহার হৃদয়ে লিখিতে চাই।
তাহার সুগন্ধে মগ্ন হইয়া হারাইতে চাই,
সমস্ত ক্লান্তি তাহার বুকে লুকাইতে চাই।
কতদিন হইল তাহারে দুই নয়নে দেখি নাই
আমি তাহারে দুই নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাই।

-উজ্জ্বল আর্য্য
(ষষ্ঠ ষান্মাসিক)